গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত "টাস্কফোর্স" এর ৪৮তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	ঃ	১৭ মে, ২০১৬, সকাল-১০.০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-সচিব জনাব মোঃ হানিফ উদ্দীন বিগত সভার কার্যবিবরণী ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১ ঃ গত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ঃ পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। সভায় গত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ ঃ

ক্র	আলোচনা ও বিগত সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**(ক) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ (সিপি-৪৬/১০ হতে উদ্ভূত)।** ডিডি, সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টার সভাকে অবহিত করেন যে, উক্ত সেন্টারের ১৩.২১ একর জমির মধ্যে ৩.৫১ একর জমির মালিকানা দাবী করে সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ মামলাটি চলমান আছে। তিনি আরো জানান যে, বিজ্ঞ এর্টনী জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করে কোর্ট নির্ধারণ করাসহ মামলাটি দ্রুত শুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। **(খ) বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১১/০৮ নং মামলা (মামলা নং-২২/৯০ হতে) ঃ** ডিডি হর্টিকালচার জানান যে, জমির জাল দলিল করায় দুদক এ মামলা দায়ের করে, মামলার সিডি না পাওয়ায় ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। তিনি আরো জানান, স্বাক্ষী/তদন্তকারী কর্মকর্তা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই চলমান মামলা সঠিকভাবে চালানো সম্ভব হবে না। বিজ্ঞ আদালতে পিপি'র সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। সভাপতি জানান যে, পত্র দিয়ে দুদক থেকে তথ্যাদি আনা যেতে পারে। পরবর্তী তারিখ জানা যায়নি। **(গ) সিভিল আপীল রিভিউ পিটিশন নং-১৬/১৫ ।** ডিডি, হর্টিকালচার জানান যে, অদ্যাবধি আইনজীবী নিয়োগ হয়নি। মামলায় ২৮/০২/১৬ তারিখে আদেশ হয়েছে। বিজ্ঞ আপীলেট ডিভিশন ৬ মাসের মধ্যে নিম্ন-আদালতে মোকদ্দমাটি নিস্পত্তি করার আদেশ প্রদান করেছেন। প্রার্থী কর্তৃক ১৮৪/২০১৫ নতুন মামলা দায়ের হয়েছে। নতুন মামলার ডকুমেন্ট প্রয়োজন। **(ঘ) যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালতে ১৭৩/০৯ ঃ** যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালতে ১৭৩/০৯ নং মোকদ্দমার মালিকানা ও নিষেধাজ্ঞার সাক্ষ্য চলমান আছে। বাদী পক্ষের সাক্ষীর তারিখ জানা যায়নি বলে জানান। ডিডি আইন অধিশাখা সভাকে জানান যে, ১৯৩৫ সনের দলিল নং ও তারিখ উল্লেখপূর্বক তল্লাশির জন্য আইজিআর অফিসে পত্র দেয়া যেতে পারে।	(ক) কোর্ট নির্ধারণ ও মামলা শুনানীর বিষয়ে বিজ্ঞ এর্টনী জেনারেলকে সহায়তা করতে হবে। (খ) ১১/০৮ মামলার তথ্যাদি দুদক থেকে সংগ্রহ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) সংশ্লিষ্ট জমি পরিত্যক্তের বিষয়টি আদালতে প্রমান করতে হবে এবং মামলার ডকুমেন্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) ১৯৩৫ সনের দলিলের কপি সংগ্রহের জন্য আইজিআর অফিসে পত্র দিতে হবে।	ডিডি, সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টার, সাভার ডিডি, হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ ও এডিডি (লিসাসা) ডিএই/আইন অধিশাখা
২.২	**রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টার সম্পর্কিত দেঃ মোকঃ -১০৯৫/১২ ঃ** রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টার সম্পর্কিত যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন. দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১০৯৫/১২ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ডিডি জানান পরবর্তী জবাব দাখিলের তারিখ-০৭/০৬/১৬। সভাপতি জানান যে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে টাস্কফোর্স সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমাসমুহের জবাব কৃষি মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	টাস্কফোর্স সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমাসমুহের জবাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা
২.৩	**(ক) বগুড়া কৃষি অফিসের জমির সিভিল আপীল মো নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১।** ডিটিও বগুড়া জানান যে, বগুড়াস্থ সূত্রাপুর মৌজার ০৩টি দাগে ০.৬২ একর জমি ১৯৫৭ সালে অধিগ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ০১টি দাগে ৩৫ শতক জমিতে সদর উপজেলা কৃষি অফিস অবস্থিত। পূর্ব মালিকের ওয়ারিশগণ হতে ক্রয়সুত্রে মালিকানার দাবিতে জনৈক আলমগীর মামলা দায়ের করেন। অপর ০২টি দাগের ক্ষতিপুরণ ও নোটিশ না পাওয়ার কারন দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে অন্য ব্যক্তি মোকাদ্দমা দায়ের করলে তাদের পক্ষে রায় ও ডিক্রী হয়। একই গ্রাউন্ডে এ মোকদ্দমার ইতোপুর্বের সকল রায় সরকারের বিপক্ষে ঘোষিত হয়। বর্তমানে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত উক্ত সিভিল আপীল মামলায় শুনানীর অপেক্ষায় আছে। শুনানীর তারিখ-১৪/৬/১৬। ডিডি, আইন অধিশাখা সভায় জানান যে, এ মোকদ্দমার বিষয়ে ডিএই নিবিরভাবে আইন অধিশাখার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং প্রতিটি বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। তিনি আরো জানান যে, এ বিষয়ে বিজ্ঞ এটর্ণী জেনারেল-কে পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন।	(ক) শুনানীর জন্য সকল প্রস্তুতি নিতে হবে। (খ) বিজ্ঞ এটর্ণী জেনারেলকে পত্র দিতে হবে।	ডিডি, বগুড়া, ডিএই/ডিডি (লিসাসা), ডিএই/ আইন অধিশাখা।
	(খ) বগুড়া টুইন গোডাউন সংক্রান্ত ঃ বগুড়া টুইন গোডাউনের বিষয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত বগুড়ায় ৪০৬/১২ নং দেঃ মোকাদ্দমা চলমান আছে। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে এবং মামলাটির পরবর্তী ইস্যু গঠনের তারিখ ১৭/০৭/১৬।	(খ) (১) ডিএই, টুইন গোডাউনের জমি ব্যবহারের ব্যবস্থা নিবে এবং মামলা দ্রুত নিস্পত্তিতে সহায়তা করতে হবে।	

	(গ) বগুড়া হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত ঃ হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত ৬৬/৯৯ মোকদ্দমা খারিজ হওয়ার পরে দায়েরকৃত ১ম আপীলের নম্বর ২৫৫/১৫। মামলাটি কজলিষ্টে আসে নাই। (ঘ) নতুন মোকদ্দমা নং-৮৩/১৫, পরবর্তী নোটিশ জারীর তারিখ-২৮/০৬/১৬।	(গ) পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ৮৩/১৫ মোকদ্দমার ডকুমেন্ট আইন অধিশাখায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।	
২.৪	নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার ঃ ডিডি, নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার সভায় জানান যে, গাজীপুর জেলায় যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালতে রানা আওয়ান কর্তৃক দায়েরকৃত ২৩৭/২০১৪ নং মোকদ্দমার জবাব দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী সাক্ষ্য প্রদানের তারিখ ২৫/০৭/১৬। তিনি আরো জানান যে, নাম সংশোধনীর বিষয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। ডিজি, ডিএই এ বিষয়ে পত্র জারীর ব্যবস্থা করতে পারেন।	(ক) ২৩৭/১৪ মোকদ্দমাটি নিয়মিত তদারক করতে হবে। (খ) নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের নাম পরিবর্তনের জন্য ডিএই একটি কমিটি গঠণ করবে এবং সম্প্রসারণ উইং এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	ডিডি, নুরবাগ হর্টিঃ সেন্টার/ পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, ডিএই/ সম্প্রসারণ উইং
২.৫	গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের জমি ঃ গাজীপুর জেলার ৬২/১৯৬৪ মোকদ্দমার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১.৩৮ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ নামজারী করে নিয়েছেন। এ জমির জন্য বন বিভাগসহ ৩৯.৪০ একর জমির নামজারী ও জমা খারিজ বাতিলের জন্য এসি (ল্যান্ড) গাজীপুর সদর অফিসে দায়কৃত ১০৩/১৩ নং মোকদ্দমার শুনানী সম্পন্ন হয়েছে। আদেশের অপেক্ষায় আছে। এ সম্পর্কিত জালিয়াতি রায় বাতিলের জন্য বন বিভাগ ১২৩১/১২ নং দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করেছে। এছাড়াও ১১৫/১৫ মামলা ও বেষ্টওয়ে গ্রুপ ১১৯/১৫ মামলা এডিসি (রাজস্ব), গাজীপুরে দায়ের করেছে, যার পরবর্তী তারিখ-০৫/০৬/১৬। বন বিভাগ উক্ত জমির স্বত্ব ঘোষনার জন্য যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত দেওয়ানী মোঃ ২২১/১৪ দায়ের করেছে। এ মামলায় কৃষি মন্ত্রণালয় পক্ষভূক্ত হয়েছে। আইন অধিশাখার ডিডি জানান যে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, গাজীপুর-কে জমি হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ডিডি হর্টিকালচার জানান যে, ১০৩/১৩ মোকদ্দমার রায়ের পর জেলা প্রশাসক, গাজীপুর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দিবেন। আরো ০৩টি মামলা এডিসি (রেভিনিউ) অফিসে দায়ের করা হয়েছে বলে ডিডি নুরবাগ জানান।	(ক) মিউটেশন বাতিলের জন্য ১০৩/১৩ নং মোকদ্দমার রায়ের পর কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে জমি হস্তান্তরের জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর অফিসে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে।	ডিডি, নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার/ পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, ডিএই
২.৬	খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান হর্টিকালচার সেন্টারের জমি দখল উদ্ধার সংক্রান্ত ঃ খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান হর্টিকালচার সেন্টারের গোলাবাড়ি অংশের ২২ একর জমি এল.এ কেস নং-২৩-ডি/৭৬-৭৭ এর মাধ্যমে ডিএই'র জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। স্থানীয় জেলা পরিষদ উক্ত হর্টিকালচার সেন্টারটি দখল করে নিয়েছে। এ বিষয়ে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে পত্র দেয়া প্রয়োজন।	খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান এর ২২ একর জমি উদ্ধারের জন্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে পত্র দিতে হবে।	সহঃ হর্টিকালচারিষ্ট, খেজুরবাগান খাগড়াছড়ি
২.৭	আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টার ঃ ১৯৫২ সন হতে এ জমি কৃষি বাগান হিসেবে ডিএই'র দখলে থাকলেও আরএস ও সিটি জরিপ রেকর্ড গৃহ গবেষণা কেন্দ্রের নামে আছে। সভাপতি অভিমত প্রকাশ করেন যে, উক্ত জমির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে জমি হস্তান্তরের জন্য ডিএই'র প্রশাসনিক উইং হিসেবে **সম্প্রসারণ উইং একটি আধা-সরকারী পত্র গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ** করতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও ফলবীথির জমির সিটি জরীপ রেকর্ড কার নামে তা সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	(ক) ফলবীথির জমি সিটি জরীপ খতিয়ান সংগ্রহ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) **গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর** আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করতে হবে।	আসাদগেট/ গুলশান হর্টিকালচার সেন্টার/সম্প্রসারণ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
২.৮	গুলশান হর্টিকালচারের জমি লিজ গ্রহণ সংক্রান্ত ঃ হর্টিকালচারিষ্ট, গুলশান হর্টিকালচার সেন্টার জানান যে, রাজউকে প্রেরিত পত্রের বিষয়ে রাজউক থেকে অদ্যাবধি লীজ সংক্রান্ত কোন তথ্য/সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। তবে নথি উর্ধগামী করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট হর্টিকালচারিষ্ট জানান। লীজ পাওয়ার বিষয়ে আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টারের ন্যায় জমির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে জমি হস্তান্তরের জন্য ডিএই'র প্রশাসনিক উইং হিসেবে **সম্প্রসারণ উইং একটি আধা-সরকারী পত্র গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ** করতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।	(গ) আসাদগেট এবং গুলশান হর্টিকালচার সেন্টারের জমির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে জমি হস্তান্তরের জন্য **সম্প্রসারণ উইং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ** করার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	
২.৯	যাত্রাবাড়ির জমি, মোকদ্দমা নং-১৮৮/১১ সংক্রান্ত। (ক) অধিগ্রহণকৃত ১.৪৪৭৬ একর সম্পত্তির মধ্যে জনৈক আব্দুল হাই ০.০৯৭৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। সরকারী আইনজীবি যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় মামলাটি পরিচালনার জন্য প্রাইভেট আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তী এসডিএর তারিখ-৩১/০৮/২০১৬। (খ) জনৈক খোরশেদ আলম জমির মালিকানার দাবীতে যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে ৪৬৬/১৩ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। মামলার জবাব দেয়া হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-১৯/০৭/১৬। (গ) সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধন সংক্রান্ত মোকদ্দমা ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমা নং-৫৯১/১৩ এর বিষয়ে জিপি-কে পত্র দিতে হবে। পরবর্তী তারিখ-২৩/০৬/২০১৬।	(ক) জেলা জজ আদালতের মোকদ্দমাসমূহ তদারকি বাড়াতে হবে। (খ) প্রতিটি মোকদ্দমা ডিএই পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নিবে। (গ) যে সকল মামলায় সরকারী উকিল নেই সে সকল মামলায় সরকারী উকিল নিয়োগ বিষয়ে জিপিকে পত্র দিতে হবে।	ডিডি(লিসাসা)/ পিপিউইং/ ডিজি, ডিএই।
২.১০	ধোলাইপাড় বীজাগারের জমি, পরিবর্তিত মোকদ্দমা নং-১০১/১৬, এস আর এর জন্য ৪র্থ যুগ্ম-জেলা জজ আদালত পরবর্তী তারিখ-২২/০৬/১৬। (ক) মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, তেজগাঁও সভায় অবহিত করেন যে, ধোলাইপাড়স্থ ডিএই'র বীজাগারের ০.০৮ একর জমির দখলীয় স্বত্বে মালিকানা দাবী করে জমির পার্শ্ববর্তী দোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় ৭ম সহঃ জজ আদালত, ঢাকায় টিএস নং-২২৭/১০ মামলাটি দায়ের করে প্রত্যাহার করেন। পরবর্তীতে তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১৩৪৭/১২, যার পরিবর্তিত নং-১৯/১৬ দায়ের করেছেন। উক্ত মামলায় কৃষি মন্ত্রণালয় পক্ষভুক্ত হয়েছে (খ) ডিএই'র বীজাগারের জমি সিটি জরীপে দাগ নং ভুল রেকর্ড হওয়ায় উহা সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষ ৪র্থ যুগ্ম-জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৮৪৩/১১ দায়ের করেছেন। পরবর্তী এসডি'র তারিখ ১৬/০৮/১৬। মামলাটি খারিজ করার চেষ্টা করতে হবে। ডিডি আইন অধিশাখা জানান যে, ঢাকা জেলার ৫ম সাব-জজ আদালতের ৫৪/১৯৭৪ নং মোকদ্দমায় এ জমি পাওয়া গেছে বলে প্রতীয়মান হয়। তাই উক্ত মোকদ্দমার রায় সংগ্রহ করে আদালতে দাখিল করা প্রয়োজন।	৫ম সাব-জজ আদালত, ঢাকার দেওয়ানী মোকদ্দমা-৫৪/১৯৭৪ এর রায় সংগ্রহ করে ব্যবস্থা নিতে হবে।	মেট্রো পলিটন কৃষি অফিসার, তেজগাঁও/ডিডি, ঢাকা।

	ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা ও কায়েতপাড়া মৌজার জমি ঃ (ক) জমির মালিকানা দাবী করে দেইল্লা মৌজায় ০.২৫ একর জমি জনৈক সুরাইয়া ফেরদৌস রৌশন আক্তার ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঢাকায় মোকদ্দমা নং-৩৪২/১৪ দায়ের করেছেন, যার পরবর্তী শুনানীর তারিখ-০৬/০৮/১৬। পরবর্তী নিষেধাজ্ঞার শুনানীর তারিখ জানা যায়নি। দেইল্লার জমির সামনের দিকে ব্যক্তি মালিকানার ০.০৮ একর জমি রাস্তার জন্য অধিগ্রহনের প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ উইং কর্তৃক অধিগ্রহনের প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করা প্রয়োজন। (খ) কায়েতপাড়ায় ০.২০ একর জমি রয়েছে। সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। মেট্রোপলিটান কৃষি অফিসার জানান, কায়েত পাড়ার জমির কিছু অংশে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে এবং কিছু অংশ ডিএই'র দখলে নেই। সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা, উচ্ছেদের মামলা দায়ের করা প্রয়োজন।	(ক) জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্প্রসারণ উইং গ্রহণ করবে। (খ) কায়েত পাড়া মৌজার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর উচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে হবে।	মেট্রো কৃষি অফিসার, তেজগাঁও/ ডিডি, (লিসাসা) ডিএই/সম্প্রসারণ উইং, কৃষি মন্ত্রণাঃ
২.১২	**মুন্সীগঞ্জের জমি সংক্রান্ত যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৬০৮/১৪ (দেঃ মোকঃ ২২/০৭ হতে উদ্ভূত) ঃ** মুন্সীগঞ্জ শহরে ডিএইর ৮শতক জমি নিয়ে মুন্সীগঞ্জ বার সমিতির সাথে মোকাদ্দমায় সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়েছে। ডিডি, আইন অধিশাখা জানান যে, দ্রুত অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা প্রয়োজন।	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ-কে উচ্ছেদ মামলা দায়ের করার জন্য পত্র দিতে হবে।	ডিএই, আইন অধিশাখা কৃষি মন্ত্রনালয়
২.১৩	**মোহাম্মদপুর কৃষি অফিসের জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা নং-৬২৪/১২ ঃ** মোহাম্মদপুর মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসের সরাই জাফরাবাদ মৌজাস্থ ৮ শতক জমি আফসার সুলতানা গং এসএ রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশের নিকট হতে ক্রয় করে। সিটি জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করেছেন। সরকার পক্ষে ঘোষণামূলক ডিক্রীর জন্য ১ম সহকারী জজ আদালত, ঢাকায় উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতের দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৮৭৮/১৩ মামলার সাক্ষ্য প্রদানে তারিখ-১০/০৮/২০১৬।	(ক) মোকদ্দমাটির বিষয়ে তদারক অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) মূল মোকদ্দমার শুনানী ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	মেট্রোঃকৃষি কর্মকর্তা, মোহাম্মদপুর/ ডিডি,ঢাকা
২.১৪	**গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** ইউএও, গোবিন্দগঞ্জ জানান যে, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ৩৩.২৯ একর জমি বিএস জরিপে ডিএই'র নামে রেকর্ড হয়েছে । তিনি আরো জানান যে, ৯৮টি আদেশের কপি প্রক্রিয়াধীন। ১০টি মিস কেস আছে। ২.৯১ একর জমির রায় এখনো হয়নি। জাবেদা নকল পাওয়ার পর দখলে যাওয়া যেতে পারে।	অবশিষ্ট জমির জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দামা করতে হবে। জাবেদা নকল পাওয়ার পর দখলে যেতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, গোবিন্দগঞ্জ/ ডিডি, ডিএই, গাইবান্ধা
২.১৫	**ময়মনসিংহ টাউন মৌজার জমির মোকদ্দমা নং-৩৬/১৪ ঃ** ময়মনসিংহ টাউন মৌজার অফিস কাম বাসভবন নির্মানের জন্য অধিগ্রহণকৃত সিএস ২৩৮১ ও ২৩৮৪ দাগের ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৫২ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় চলে গেছে। অতিরিক্ত পরিচালক, ময়মনসিংহ এর প্রতিনিধি জানান যে, ০.৫২ একর জমির মধ্যে ০.৩২ একর জমি ব্যক্তির নামে ও ০.১৫৬৮ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। ০.৫২ একর জমির মালিকানা সংক্রান্তে যুগ্ম-জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহে ৩৬/১৪ নং মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। যার পরবর্তী ইস্যু গঠনে র তারিখ-২৩/০৫/১৬। চুড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়ের করা প্রয়োজন।	(ক) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা এবং জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডকৃত জমি বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) খালি জায়গায় জায়ান্ট মাইমোছা গাছ লাগাতে হবে। (গ) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে যথাসময়ে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।	ডিডি/অতিঃ পরিচালক, ডিএই ময়মনসিংহ
২.১৬	**উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দি'র জমির মোকদ্দমা নং-৪১০০/০৫ ঃ** দাউদকান্দি উপজেলা ডিএই'র ৩০ (২৫+৫) শতক জমি দখলে নাই এবং ১৭৮০/১৫ নং সিপি মোকদ্দমা দায়ের করেছে এবং চলমান বিএস জরিপে পেন্নাই মৌজার সীড ষ্টোরের ০.০৪১৫ একর জমির রেকর্ড হয়েছে। অবশিষ্ট ০.০২১০ একরের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন। ইউএও এর প্রতিনিধি জানান যে, জেলা প্রশাসক, এসি (ল্যান্ড)-কে পত্র দিয়েছেন। তিনি আরো জানান জনৈক ব্যক্তি সিএমপি-১২৩৫/১৪ দায়ের করেছে। এ সকল মামলা পরিচালনার জন্য ডিএই কর্তৃক একজন কর্মকর্তাকে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করার পক্ষে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য এসি (ল্যান্ড)কে সহায়তা করতে হবে এবং অবশিষ্ট ০.০৩২১০ একর জমির মালিকানা উদ্ধারের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে মামলা করতে হবে। এছাড়াও ঢাকার বাইরের জমি সংক্রান্ত ঢাকায় চলমান মামলাসমুহ দেখাশোনার জন্য ডিএই প্রধান কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	ডিডি কুমিল্লা /ডিডি (লিসাসা), ডিএই।
২.১৭	**লক্ষীপুর সদর উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** ইউএও, লক্ষিপুর জানান যে, জেলা পরিষদ এলএ কেসমূলে ডিএই'র ৫৫ বছরের দখলীয় ০.০৮ একর জমির মালিকানা দাবী করে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলেও বিবাদীগণ দালানের একটি কক্ষ অদ্যাবধি দখলে রেখেছে। দখলমুক্ত করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জমি নিয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৯৪/১৩ দায়ের হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-১৫/০৬/২০১৬। আইনানুগভাবে তালা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি আরো জানান যে, লীজ নেয়ার জন্য বনিক সমিতি ডিএই'র দখলীয় অবশিষ্ট কক্ষ ছেড়ে দেয়ার জন্য জোর দাবী করছে। এ বিষয়ে ডিডি, আইন অধিশাখা জানান যে, জেলা পরিষদ কোন এলএ কেসের মাধ্যমে কতটুকু জমি কি উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করেছিল, কতটুকু সে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে ইত্যাদি তথ্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জেলা পরিষদ থেকে সংগ্রহের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।	(ক) জেলা প্রশাসক, লক্ষিপুরের মাধ্যমে জেলা পরিষদের জমির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে (খ) জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, লক্ষীপুর/ ডিডি (লিসাসা)/ডিজি, ডিএই
২.১৮	**বেগমগঞ্জ এটিআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** অধ্যক্ষ বেগমগঞ্জ এটিআই জানান যে, জনৈক ব্যক্তি উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-২৩১/১৫ ও ২৩২/১৫ দায়ের করা হয়েছে। নতুন মামলার ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং পরবর্তীতে ডিএই'র জমি-জমা সংক্রান্ত সভায় বিষয়টি আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়।	(ক) দেঃ মোঃ ২৩১-২৩২/১৫ এর ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) নতুন মোকদ্দমার বিষয়ে ডিএই ব্যবস্থা নিবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, বেগমগঞ্জ/ ডিডি, (লিসাসা), ডিএই

২.১৯	**নোয়াখালী হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত ঃ** ডিডি, নোয়াখালী হর্টিকালচার সেন্টার জানান, ফসলে কীট নাশক স্প্রে করার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী'র ০১নং খতিয়ান হতে ১৫.৬৬ একর জমি এয়ারষ্ট্রীপ নিমার্নের জন্য তদানীন্তন কলোনাইজেশন অফিসার কর্তৃক ডিএইকে দেয়া হয়। এয়ারষ্ট্রীপ সম্প্রসারণের জন্য পরবর্তীকালে ডিএই'র নামে আরো ৩.২৬ একর জমি অধিগ্রহন করা হয়। আরএস রেকর্ড ১৮.৪৬ একর জমি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নামে ছিল। জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর নামে ১৬.৫৮ একর জমি ০১নং খতিয়ানে এবং ৩.২৬ একর ডিএই এর নামে রেকর্ডভূক্ত হয়। ডিএই উক্ত জমি ব্যবহার করলেও ডিসি, নোয়াখালী কর্তৃক অদ্যাবধি মালিকানা হস্তান্তর করা হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয়ে মালিকানা সংক্রান্ত বিষয় নিস্পত্তির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় অনুরোধ জানালে ভূমি মন্ত্রণালয় পূনঃ পরীক্ষা পূর্বক বিস্তারিত তথ্যসহ প্রস্তাব পূনঃ প্রেরণের জন্য ডিসি, নোয়াখালীকে ভূমি মন্ত্রণালয় অনুরোধ জানিয়েছে। এমতাবস্থায়, ডিসি, নোয়াখালী হতে বন্দোবস্তের জন্য সঠিক রিপোর্ট ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	হর্টিকালচারিষ্ট, নোয়াখালী/ পরিচালক, হর্টিকালচার উইং/ডিডি, ডিএই
২.২০	**নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের বীজাগারের মোকদ্দমা নং-৭৩/০৯, সহঃ জজ আদালত কোম্পানীগঞ্জ (অনুপস্থিত) ঃ** কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউপি'র ডিএই'র বীজাগারের জমি রামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান কর্তৃক দলিল বাতিলের জন্য কোম্পানীগঞ্জ সহঃ জজ আদালতে দেওয়ানী মোকঃ নং-৭৩/০৯ দায়ের করেছেন। ডিএই সরকারী জমি রক্ষার্থে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(ক) ডিএইর মাধ্যমে জমির ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) জজ কোর্টের শুনানীতে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। (গ) এলএ কেস/গেজেট খুজে বের করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী/ ডিডি (লিসাসা), ডিএই, ঢাকা
২.২১	**ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টার, টাংগাইল এর জমি সংক্রান্ত ঃ** ডিডি, টাংগাইল জানান যে, টাংগাইল ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের ৫.৯৯ একর জমির বিপরীতে ৫.১৩ একর জমি দখল আছে। অবশিষ্ট জমি কারা কি অবস্থায় বেদখল করেছে তা জানা এবং কোন সংস্থাকে কতটুকু জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার ডকুমেন্ট প্রয়োজন। ১.২০ একর জমি অবৈধ দখলদারের দখলে। উপ-পরিচালক, টাঙ্গাইল জানান যে, জমি অতিরিক্ত বরাদ্দ করায় ডিএই এর জমি কম হচ্ছে। প্রয়োজনে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে হবে।	(ক) সংশ্লিষ্টদের বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। (খ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।	ডিডি/ডিসি টাংগাইল এবং ডিডি (লিসাসা)।
২.২২	**ফরিদপুর পাট সম্প্রসারনের ১০ শতক জমির সিপিএলএ মোকদ্দমা নং-১৩৬৮/১৪ ঃ** (ক) উক্ত জমি নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সাথে মিটিং করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক-কে বাদী হওয়া প্রয়োজন মর্মে ইউএও জানান। (খ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ১১/১৫ মোকদ্দমার দায়ের করা হয়েছে। ১১/১৫ মোকদ্দমার ডকুমেন্ট প্রয়োজন। পরবর্তী ২৪/০৫/১৬ তারিখে আদেশ হতে পারে এইমর্মে যে কেস চলবে কি চলবে না।	এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ফরিদপুরকে পক্ষভূক্ত করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। ১১/১৫ মোকদ্দমার ডকুমেন্ট যথাযথভাবে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। সিপিএলএতে পক্ষভূক্ত হতে হবে।	ইউএও, ফরিদপুর সদর/ ডিডি (লিসাসা), ডিএই, ঢাকা
২.২৩	**চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) ডিটিও জানান যে, পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর জমি, যা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নামে এসএ এবং বিআরএস (বিএস) রেকর্ড আছে, জামিলউদ্দিন গং এর নামে মিউটেশনকৃত ৭.০৪ একর জমির নাম জারী বাতিলের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, চট্টগ্রাম এ ৮৪/১৫ দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। যার নোটিশ জারীর পরবর্তী তারিখ-১৪/০৬/২০১৬। (খ) কৃষি অফিসার রাউজান জানান যে, রাউজানের ০.৩০ একর জমির নামজারী করা হলেও প্রতিপক্ষ সিভিল রিভিশন মোকদ্দমা নং-৫৫/২০০৪ দায়ের করেছে। (গ) ইউএও বাঁশখালী জানান যে, ০.১২ একর জমির ডকুমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে ডিডি, আইন অধিশাখা জানান যে, ডিসি অফিস, চট্টগ্রামে গেজেট খুজে দেখা প্রয়োজন।	(ক) মামলাটি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। (খ) দ্রুত জবাব দাখিল করতে হবে। (গ) ডিসি অফিস, চট্টগ্রাম হতে বাঁশখালীর জমির ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে।	এমএও/ইএও/ ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম
২.২৪	**এটিআই সিলেট এর জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা নং-৩/১২ (অনুপস্থিত)ঃ** কৃষি বিভাগের অধিগ্রহণকৃত জমি-৩.১৫ একর জমির মধ্যে হাসপাতাল নিয়েছে-২.০০ একর। বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত-১২২/১৩ মামলাটি ডিএই সিলেট পরিচালনা করছেন। তিনি আরো জানান যে, প্রদুন চন্দ্র নাথ কর্তৃক দায়েরকৃত উক্ত মামলাটির খারিজ আদেশ হয়েছে এবং টিএস-৩/১৫ মোকদ্দমাটি পুনর্জীবিত হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমির ক্ষতিপূরণ কৃষি মন্ত্রণালয় প্রাপ্য বলে সভাকে অবহিত করা হয়।	মোকদ্দমার শুনানী ত্বরান্বিত করে ক্ষতিপুরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক উইং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	এটিআই, সিলেট/ ডিএই সিলেট/ ডিএই, ঢাকা/ কৃষি মন্ত্রণালয়
২.২৫	**কাপাসিয়ার চাঁদপুর ইউনিয়নের এসএও কোয়ার্টারের জমি সংক্রান্ত ঃ** কাপাসিয়া উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের এসএও কোয়ার্টারের জমি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক বেদখলের উপক্রম হওয়ায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সহকারী জজ ৩য় আদালতে নং-১৬/১৪ নং নিষেধাজ্ঞা মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। ইউএও কাপাসিয়া জানান যে, কক্ষ তৈরীর জন্য ছাদ ঢালাই দেয়া হয়েছে, মেঝে পাঁকা করার পর দ্রুত বিষয়টি মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে।	জমি প্রদান ও কক্ষ তৈরীর পর মোকদ্দমা প্রত্যাহার করতে হবে।	ডিডি, ডিএই গাজীপুর/ডিডি(লিসাসা)।
২.২৬	**কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার বিভিন্ন মামলা সংক্রান্ত ঃ** কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার জমির বিষয়ে পূর্বের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানতে চাওয়া হয়। তবে বাটোয়ারা মামলা করে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। ইউএও জানান যে, ১১টি রেকর্ড সংশোধনী মামলা ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালতে দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমা নং-১৬০০৮/১৪, ৫১৭৫/১৫, ৫১৮১/১৫, ৫১৮৩/১৫, ৫১৮৪/১৫, ৫১৮৫/১৫, ৫১৮৭/১৫, ৮১৩০/১৫, ৮১৩১/১৫, ৮১৩৪/১৫ এবং ৮১৮৬/১৫ অন্য প্রকার। ৩টি মোকদ্দমার একত্রে শুনানীর তারিখ-১০/০২/২০১৭। ডিডি, আইন অধিশাখা জানান যে, সংশ্লিষ্ট মামলার ডকুমেন্ট দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে। নতুবা এ জমি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।	(ক) সিপিএলএ দায়েরের সর্বশেষ অবস্থা মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। (খ) এল এ শাখার ডকুমেন্ট দ্রুত বের করতে হবে। (গ) বাটোয়ারা মামলা দায়ের করতে হবে।	ইউএও কটিয়াদি/ ডিডি, ডিএই, কিশোরগঞ্জ।

২.২৭	**উপ-পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা কার্যালয়ের জমি সংক্রান্ত ঃ** ডিডি, খুলনা জানান যে, প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৭-৫৮ সালে স্থাপিত খুলনা ডিডি অফিসের জমি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত হওয়ায় তা ডিএই'র নামে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ডিডি, আইন অধিশাখা জানান যে, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর এর দাবীকৃত জমি কত সালে, কি উদ্দেশ্যে, কতটুকু জমি ব্যবহৃত হয়েছে ইত্যাদি তথ্যাদি জেলা প্রশাসক, খুলনা'র মাধ্যমে জানা প্রয়োজন।	গেজেট খুঁজে বের করতে হবে এবং আলোচিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। জেলা প্রশাসক, খুলনাকে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানাতে হবে।	আইন অধিশাখা/ ডিডি, ডিএই, খুলনা/ডিডি (লিসাসা), ডিএই।
২.২৮	**সাভার বাটা বাজারসহ অন্যান্য জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) বিএডিসির প্রয়োজনে সাভার টাট্টি মৌজার ৩৩ শত জমি অধিগ্রহণ করা হয়। জমিটির এসএ রেকর্ডীয় মালিক যুগলদাসী সাহা। বিবাদী ৪জন (২পুত্র ও স্বামী-স্ত্রী)। বিবাদি ১৯৭৮ সালে ক্রয়সূত্রে মালিকানা দাবী করে জানান তারা এলএ কেসের নোটিশ/ক্ষতিপূরণ পাননি। তবে ক্রেতাগণের মধ্যে ১ব্যক্তি নোটিশ পেয়েছেন। ৩নং কোর্টে সিপিএলএ-১০৪০/১৩ দায়ের করা হয়েছে। (খ) যুগ্ম-পরিচালক (উদ্যান) কাশিমপুর জানান যে, জেলা প্রশাসকের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, কোনাবাড়ি দখলে আছে, আশুলিয়ার কিছু জমি স্থানীয় স্কুল/পার্কের দখলে এবং গনকবাড়ী জমির কিছু অংশ জনৈক ব্যক্তির বাগানবাড়ী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।	(ক) মোকদ্দমাটি যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। (খ) গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জমির দখল নিতে হবে।	বিএডিসি
২.২৯	**বিএডিসির গাবতলীসহ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার জমি মোকদ্দমা নং-৪৯৬/১২) ঃ** গাবতলীস্থ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার মোট জমির পরিমাণ-১১৭.০৮ একর। এরমধ্যে ১৫.৯৭ একর জমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড হয়েছে। কতিপয় ব্যক্তি ১.৫০ একর জমি সিটি জরিপে রেকর্ড করে নিয়েছে। বিএডিসি এর প্রতিনিধি জানান, সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা করা হয়েছে। সিটি জরীপের অবশিষ্ট খতিয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে নামজারীর জন্য এসি (ল্যান্ড) অফিসে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১৭.০৮ একর জমির সর্বশেষ অফিসিয়াল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে সীমানা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।	(ক) এসি (ল্যান্ড) অফিসে দায়েরকৃত বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে রেকর্ড সংশোধনের মামলায় তদারক করতে হবে। (খ) আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সীমানা নির্ধারণ ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে।	খামার বিভাগ, বিএডিসি
২.৩০	**বিএডিসি সাভার মৌজাস্থ সার গোডাউনের জমির মালিকানা সংক্রান্ত মোকদ্দমা** বিএডিসি সাভার মৌজাস্থ সার গোডাউনের ৩৩ শতক জমি ১০৪/৬৫-৬৬ নং এলএ কেসের মাধ্যমে অধিগ্রহন করা হয়। আরএস রেকর্ডে বিএডিসির নামে ২৩ শতক রেকর্ড হয়েছে। ১০ শতক জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড হয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্ম-জেলা জজ, ২য় আদালত, ঢাকায় ৫৭৪/১৪ নং মামলা দায়ের করা হয়েছে। ভাড়াটিয়া নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ২৪৭/১৩ মামলা দায়ের করেছে। জবাব দাখিল করা হয়েছে।	নিয়মিত মোকদ্দমার তদারকি করতে হবে।	বিএডিসি
২.৩১	**বিএডিসির গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ** বিএডিসির সার গোডাউন নির্মানের জন্য ২০/৬৪-৬৫ নং এলএ কেসের মধ্যেমে গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজায় ০.৬৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। বর্তমানে উক্ত জমির দখল উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, গাজীপুরে-২৩৯/১৪ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-২৮/০৭/১৬। বিবাদি মৃত্যুর কারণে আরজি সংশোধন করতে হবে বলে সভায় জানানো হয়।	দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তদারকি অব্যহত রাখতে হবে এবং দখল উদ্ধারের জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	বিএডিসি
২.৩২	**বিএডিসির মুন্সীগঞ্জ জেলার দেওভোগ মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) মুন্সীগঞ্জ জেলার দেওভোগ মৌজার বিএডিসির ০.৩৩ একর জমির বিষয়ে মামলা নং-৬৫/১৬ দায়ের করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক-কে পত্র দেয়া এবং সার বিভাগের জমির আরজি দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী এসডি'র তারিখ-০৬/১০/১৬। (খ) বিএডিসির বিভিন্ন অঞ্চলের কার্যালয়ে গিয়ে সার গুদামের ৯৪ একর জমির তথ্যাদি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বিএডিসি'র প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, এ বিষয়ে জমির তথ্য প্রেরণের জন্য অঞ্চলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার আরএস মালিকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা প্রয়োজন।	(ক) ঢাকা ব্যাতীত সার বিভাগের ২০টি অঞ্চলের পূর্বের সার গুদামের জমির তালিকা সংগ্রহ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ জেলার জমির রেকর্ড, সংশোধনের মোকদ্দমার পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে।	যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকা
২.৩৩	**নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বিএডিসির জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) বিএডিসির সার গোডাউনের জন্য বিএডিসির সিদ্ধিরগঞ্জ থানার আটি ও আজিপুর মৌজায় ২৭/৭৮-৭৯ নং এল এ কেসের মাধ্যমে ৯.০৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারির জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। বিএডিসির প্রতিনিধি জানান যে, সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। সহঃ পরিচালক (সার) মুন্সীগঞ্জ জানান, দায়েকৃত মোকদ্দমায় নিষেধাজ্ঞা না থাকায় বিষয়টি জেলা প্রশাসকের সাথে সুরাহা হতে পারে। পুনরায় লিজ দেয়া হয়েছে। দায়েরকৃত নং-৪৭৯৭/০৫ দেঃ মোকদ্দমাটি ৬ নং কোর্টে বিচারাধীন আছে।	(ক) রীট-৪৭৯৭/৫ মামলাটি কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (খ) গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/সার), বিএডিসি, ঢাকা/ আইন শাখা, বিএডিসি
২.৩৪	**বিএডিসি (সার) মুন্সিগঞ্জ জেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** নবাবগঞ্জ উপজেলায় এলএ কেস নং-১৯/৬৭-৬৮ মাধ্যমে বিএডিসির সার গোডাউন তৈরীর জন্য নবাবগঞ্জ উপজেলায় এলএ কেস নং-১৯/৬৭-৬৮ মাধ্যমে বড়সংসবাদ মৌজার সিএস খতিয়ান-১৭, দাগ-১০০ এর ০.১৬৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এলএ কেস ১৭/৬৭-৬৮ মূলে দোহার উপজেলার জয়পাড়া মৌজার সিএস ১০৮০ দাগের ০.১৬৫ জমি অধিগ্রহন করা হয়। পরবর্তীতে আরএস রেকর্ড ব্যক্তির নামে হয়। আরএস রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়েরের পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়।	(ক) রেকর্ড সংশোধনের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। (খ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে সীমানা নির্ধারণের জন্য পত্র দিয়ে অনুরোধ জানাতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি/ আইন অধিশাখা, কৃম
২.৩৫	**গৌরনদী ও কাউনিয়া, বরিশাল জেলায় বিএডিসির এসএও কোয়ার্টারের জমি ঃ** (ক) গৌরনদীর জমি বর্তমানে একটি সরকারী কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বিএডিসির প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। বিএডিসি প্রতিনিধি জানান যে, ডিসি অফিস নোটিশ দিয়েছে। কলেজকে পত্র দেয়া হয়েছে। জমিটি ৪৬/৬৬-৬৭ এলএ কেসমুলে অধিগ্রহণকৃত বিএডিসি'র নামে জমা-খারিজ আছে। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক-কে পত্র দেয়া প্রয়োজন। কলেজ কর্তৃপক্ষ এখনো জমি ফেরৎ দেয়নি।	(ক) অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য বিএডিসি জেলা প্রশাসক-কে পত্র দিবে।	বিএডিসি

	(খ) কাউনিয়া মৌজার জমির মিউটেশনের শুনানী ৩০/১১/১৪ তারিখে হয়েছে। এছাড়াও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। জনৈক ব্যক্তি পূর্বমালিকের নিকট থেকে ক্রয় করে মোকদ্দমা করেছেন। ১.৯৪ একর জমিতে মদ্রাসা তৈরী করেছে। গেজেটকে চ্যালেঞ্জ করে জনৈক ব্যক্তি রীট পিটিশন নং-১০৪৩৪/১৪ দায়ের করেছেন।	(খ) ডকুমেন্টসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিএডিসি
২.৩৬	**দিনাজপুর-নশিপুরস্থ বিজেআরআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** বিজেআরআই কর্তৃক দিনাজপুর-নশিপুর ফার্মের ৮৩৩.০০ একর জমির মধ্যে ৫০.০৩ একর জমি ব্যক্তিমালিকানায় চলে যাওয়ায় পূর্ণাঙ্গ গেজেট এবং ওসি স্যুট নং-১৬৩/৬৫ এর ডকুমেন্ট আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য যুগ্ম-পরিচালক, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, নশিপুর, দিনাজপুর-কে অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে অগ্রগতি কম।	আগামী সভার পূর্বে নশিপুর ফার্মের অধিগ্রহণকৃত সম্পূর্ন জমির গেজেট এবং মোকদ্দমার সার্টিফাইড কপি কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।	বিএডিসি, নশিপুর ফার্ম, দিনাজপুর/ কৃষি মন্ত্রণালয়
২.৩৭	**সাতক্ষীরা-বিনেরপোতা ব্রী' অফিসের জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ঃ** মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রী, সাতক্ষীরা জানান যে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রী), বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা এর জমি হতে অদ্যাবধি অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে বস্তিবাসীদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরাকে পত্র দেয়া হয়েছে। বস্তি উচ্ছেদের বিষয়টি এ সভার বিষয় নয় এবং প্রশাসনিক বিষয় বিধায় দপ্তর/সংস্থার সভায় আলোচনা করা যেতে পারে বলে সভাপতি অভিমত প্রকাশ করেন।	বিষয়টি দপ্তর/সংস্থার সভায় আলোচনা করতে হবে।	ব্রী, সাতক্ষীরা/ব্রী গাজীপুর/
২.৩৮	**বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মোকদ্দমা নং-১১/২০১৩ যুগ্ম-জেলা জজ ১ম আদালত ঃ** (ক) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ডিডি সভাকে জানান, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, দিনাজপুর এর ০.১৬৫ একর জমি বেদখল আছে। মামলার ইস্যু গঠনের তারিখ-০২/০৬/১৬। (খ) ফরিদপুর সদরের ১০ শতক জমির হাল রেকর্ড ব্যক্তিনামে হয়েছে। এ বিষয়ে রেকর্ড সংশোধনের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ৮৭/১৩ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছে, মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ-১৭/০৬/২০১৬। (গ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মধুপুর, টাঙ্গাইল এর ০.১৭ একব জমির মধ্যে জেলা প্রশাসকের নামে ০.১০ একর এবং ব্যক্তিনামে ০.০৭ একর জমি রেকর্ড হয়েছে। (ঘ) জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর নামে রেকর্ডকৃত ০.১১৫০ একর জমির চুড়ান্ত রেকর্ড পাওয়ার পর ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে হবে।	দ্রুত মামলাসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
২.৩৯	**বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর জমি ঃ** খাগড়াছড়ি জেলার বিনা'র ০.৩৮ একর জমির জন্য রীট পিটিশন নং-২২১২/১২ দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমার আংশিক শুনানী হয়েছে। দ্রুত রায় পাওয়া যাবে বলে ডিজি, বিনা সভাকে অবহিত করেন।	আদেশ/রায় পাওয়ার পর কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিজি, বিনা
২.৪০	**বিবিধ ঃ** **(ক) জমি-জমা বা মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি টাস্কফোর্স সভায় অন্তর্ভূক্তি ঃ** টাস্কফোর্স সভায় নতুন কোন মামলা বা জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ডিডি, আইন অধিশাখা সভায় অবহিত করেন যে, এতদসংক্রান্ত কোন বিষয়াদি টাস্কফোর্স সভায় অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ডকুমেন্ট, সারাংশ এবং প্রস্তাব প্রেরণ করা প্রয়োজন।	টাস্কফোর্স সভায় জমি-জমা সংক্রান্ত মামলার বিষয় অন্তর্ভূক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ডকুমেন্ট, সারাংশসহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান
	(খ) টাস্কফোর্স সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী সংগ্রহ ঃ টাস্কফোর্স সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী প্রতিষ্ঠান/সদস্যদের ই-মেইলে প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.moa.gov.bd এর Notice অপশনে সভার নোটিশ দেয়া হয়।	সংশ্লিষ্ট সকলকে ই-মেইল বা কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট লিংক হতে টাস্কফোর্স সভার নোটিশ ও কার্যপত্র ডাউনলোড করে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। সভায় কোন কার্যপত্র প্রদান করা হবে না।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, টাস্কফোর্স সদস্য/
	(গ) টাস্কফোর্স সভা ১ মাস পর পর আহবান ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বেহাত-বেদখল জমি-জমার বিষয়াদি অনেক কমে যাওয়ায় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ইতোমধ্যে সম্যক ধারনাসহ গাইড লাইন পাওয়ায় বর্তমানে প্রতি মাসে টাস্কফোর্স সভা না করে ১ মাস পর পর করার পক্ষে সভাপতি সভায় প্রস্তাব করেন। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে সভায় আলোচনা হয়।	বর্তমান বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচ্য টাস্কফোর্স সভা প্রতিমাসে না করে ০১ মাস পর পর করা এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনে প্রতি মাসে করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, টাস্কফোর্স সদস্য

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ নাসিরুজ্জামান) ২৭।০৫।১৬
অতিরিক্ত সচিব ও সভাপতি, টাস্কফোর্স
কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-১২.০২৮০০৪.০৫.০১.০৩২.২০১২- ২৬৩ তারিখ ঃ ২৭ জুন ২০১৬

বিতরণ ঃ

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), দিলকুশা বা/এ, ঢাকা

২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা

৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি/ধান/পাট/পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর/ ঢাকা/ ময়মনসিংহ/ পাবনা

৪। নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বহরমপুর, রাজশাহী

৫। পরিচালক, (প্রশাঃ ও অর্থ/সরেজমিন/হর্টিকালচার/উদ্ভিদ সংরক্ষণ/প্রশিক্ষণ/অর্থকরী ফসল উইং খামারবাড়ী, ঢাকা/বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর

৬। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রঃ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা/ আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/পার্বত্য চট্টগ্রাম/সিলেট/ যশোর/রংপুর/রাজশাহী

৭। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ খাদিমনগর, সিলেট/শেরপুর/বালুখালী, রাঙ্গামাটি।

৮। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লিসাসা), ঢাকা/জেলা কার্যালয়, ঢাকা/গাজীপুর/টাংগাইল/বগুড়া/নরসিংদী/ মুন্সীগঞ্জ/কুমিল্লা/ লক্ষীপুর/ ফরিদপুর/ নোয়াখালী/গাইবান্ধা/চট্টগ্রাম/চুয়াডাঙ্গা/সিলেট/খুলনা/কিশোরগঞ্জ/বরিশাল/পঞ্চগড়/মৌচাক

৯। উপ-পরিচালক/হর্টিকালচারিষ্ট, হর্টিকালচার সেন্টার, মৌচাক, গাজীপুর/নোয়াখালী/সোবহানবাগ/গুলশান/রাজালাখ/আসাদগেট, ঢাকা/খাগড়াছড়ি।

১০। যুগ্ম-পরিচালক (সার/উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ১৬ গ্রীন রোড, ঢাকা/কাশিমপুর, গাজীপুর/ভিত্তি পাট বীজ উৎপাদন খামার, নশিপুর, দিনাজপুর

১১। যুগ্ম-সচিব (সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

১২। মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাতক্ষীরা

১৩। অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (লিসাসা), ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা/ ডিএই, চট্টগ্রাম।

১৪। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর/গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা/কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ/ সদর, মুন্সীগঞ্জ / দাউদকান্দি, কুমিল্লা/সদর, ফরিদপুর/নরসিংদী সদর

১৫। মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ধোলাইপাড় সিও অফিস, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা/মোহাম্মদপুর, শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা/পাঁচলাইশ থানা চট্টগ্রাম।

১৬। ব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ), সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

১৭। উপ-সচিব (আইন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

১৮। উপ-মহাব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ), বিএডিসি সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা

১৯। সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), গাবতলী বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, বীজ ভবন, গাবতলী, ঢাকা

২০। সহকারী পরিচালক (সার), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুরোধসহ অনুলিপি ঃ

১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবলোকনের জন্য

২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/বগুড়া/সাতক্ষীরা/গাইবান্ধা/দিনাজপুর/খুলনা

৩। সচিবের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- সচিব মহোদয়ের সদয় অবলোকনের জন্য

৪। প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- কার্যবিবরণীটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন

৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ/সম্প্রসারণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(মোঃ হানিফ উদ্দীন)
উপ-সচিব (আইন)
ফোন ঃ ৯৫৫২৩৭৭।